ইউনিট 11

নৌ-বীমা
Marine Insurance

ভূমিকা

ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের লুটতরাজের ইতিহাস এ দেশের মানুষের অজানা নয়। জল দস্যুদের উৎপাত কমে গেলেও নৌ-পথে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ কমেনি বরং বেড়েই চলছে। বর্তমানেও সমুদ্রপথে সওদাগরী নৌ-যান চলাকালীন সময়ে প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝা, তরঙ্গ, জলদস্যুর আক্রমণ ইত্যাদি নানা বিপদ-বিপত্তির কারণে বিপুল ক্ষতি হতে পারে। যে কোন সময় পণ্য বোঝাই জাহাজ নাবিকসহ সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে যেতে পারে । এজন্যেই আধুনিক কালে নৌ-বীমার ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পরেছে। এই ইউনিট থেকে আপনি নৌ-বীমার নানাবিধ বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবেন। তাহলে আসুন আমরা এটা পড়ি এবং বিষয়গুলো জেনে নিই।

পাঠ- ১ নৌ-বীমার সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও আওতা
Definition, Classification and Scope of Marine Insurance

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ নৌ-বীমার বর্ণনা দিতে পারবেন;
- ☞ বিভিন্ন ধরনের নৌ-বীমার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

নৌ-বীমা এক ধরনের সম্পত্তি বীমা (Property Insurance)

অগ্নিবীমার ইউনিটে আমরা জেনেছি সম্পত্তি বীমার ধরন এবং প্রয়োজনীয় শর্তাবলী। এ পাঠে আমরা নৌ-বীমার ধারণা ও এর প্রকাভেদ সম্পর্কে জানব। নৌ-বীমাপত্র সামুদ্রিক কারনে ক্ষতির বিপরীতে যে বীমা করা হয় তা নৌ-বীমা। তরে, সমুদ্র পথে পরিবহণের পণ্য যদি সমুদ্র পর্যন্তত আনতে অভ্যন্তরীণ নৌপথ বা স্থলপথে বহণ করে নিয়ে আসতে হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট স্থলপথও নৌ-বীমাপত্রের আওতাভুক্ত হবে। এবার আসুন আমরা বীমা আইনে নৌ-বীমার কী ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছে তা নিয়ে আলোকপাত করি।

১৯০৬ সালের বৃটিশ বীমা আইন (The British Insurance Act.1906) অনুযায়ী "A Contract of Marine Insurance is a contract whereby the insurer undertakes to indemnify the assured, in manner and to the extent there by agreed, against marine losses, that is to say the losses incident to marine adventure. (অর্থাৎ নৌ-বীমা একটি চুক্তি যেখানে বীমাকারী বীমাগ্রহীতাকে নৌ-পথে ক্ষতির বিপরীতে নির্ধারিত পন্থায় ও নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায় গ্রহণ করে।

ঘোষ ও আগরওয়ালা বীমা বিষয়ে খুব স্বনামধন্য লেখক। তাঁদের মতে নৌ-বীমা হল "A contract of marine insurance is a contract of indemnity where by the insurer undertakes to indemnity the insured in a manner and to the extent there by agreed against the loss caused in connection with a marine adventure." অর্থাৎ (নৌ-বীমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি যার দ্বারা কোন সমুদ্র অভিযানজনিত ক্ষতির বিপরীতে বীমাকারী বীমাগ্রহীতাকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এবং নির্দিষ্ট সীমাপর্যন্ত ক্ষতিপুরণের দায় গ্রহণ করে)। সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, এদের দেখা নৌ-বীমা সংজ্ঞাটি মূলত: বীমা আইনের চুক্তির সাথে সমতাপূর্ণ। এবার আসুন আমরা অন্য একজন লেখকের নৌ-বীমার ধারণা সম্পর্কে জেনে নিই।

Halsbury -র মতে যে চুক্তির মাধ্যমে বীমাকরী বীমাগ্রহীতাকে নির্ধারিত পদ্ধতি ও সীমা পর্যন্ত সামুদ্রিক যাবতীয় ক্ষতিপূরণ করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তাকে নৌ-বীমা চুক্তি বলে। এ ছাড়া এম. এন মিশ্র বলেন "Marine Insurance Contract is a contract between insurer and insured where by the insurer undertakes to indemnify the insured in a manner and to the interest there by agreed against marine adventure"

এবার আসুন আমরা ভারতীয় আইনে নৌ-বীমার নিয়ে কী বর্ণনা দিয়ে তা জেনে নিই। ১৯৩৮ সালের ভারতীয় বীমা অনুযায়ী ২(১৩-ক) ধারা মোতাবেক "Marine Insurance business means the business of effecting contracts of insurance upon vessels of any description, including cargoes, freights and other interests which may be legally insured in or in relation to such vessels cargoes and freights, goods wares merchandise and property of whatever or not including warehouse risks or similar risks in addition or as incidental to such transit and includes any other risks customarily included among the risks insured against in marine insurance policies". এবার জানা হল নৌবীমার সংজ্ঞা। তবে এ নৌ-বীমা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তাহলে আসুন সেগুলো জানার চেষ্টা করি।

নৌ-বীমার শ্রেণীবিন্যাস
Classification of Marine Insurance

১। জাহাজ বীমা (Hul Insurance): বাণিজ্য তরী অর্থাৎ জাহাজের উপকরণাদির সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে যে বীমা করা হয়, তাকে জাহাজ বীমা বলে।

২। পণ্য বীমা (Cargo Insurance): বাণিজ্যিক জাহাজে পরিবহনকৃত পণ্যসমগ্রী সংক্রান্ত ক্ষতির অনিশ্চয়তার বিপরীতে যে বীমা করা হয় তাকে পণ্য বীমা বলে।

৩। মাসুল বীমা (Freight Insurance): সামুদ্রিক বিপদে জাহজের পণ্যসামগ্রীর ক্ষতি হলে বা সমুদ্রে পণ্য ফেলে দিলে তার মাসুল পাওয়া যায় না। এই মাসুলের ক্ষতির বিপরীতে যে বীমা করা হয় তাকে মাসুল বীমা বলা হয়। উল্লেখ্য যে, সমুদ্র পথে ঝড়ের তান্ডব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অনেক সময় জাহাজের পণ্য সমুদ্রে ফেলে দিতে হয়। এ ধরনের বিষয়ের জন্যও বীমা করা হয়।

৪। দায়-বীমা (Liability Insurance): নৌ-বীমার ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের ক্ষতির বিপরীতে যে বীমা করা হয় তাকে দায় বীমা বলা হয়। যেমন ঃ সমুদ্র যাত্রাকালীন সময়ে নিয়ম-কানুনের পরিবর্তন হতে পারে। এতে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। এধরনের কোন ক্ষতির বিপরীতে যে বীমা করা হয় তাকে নৌ-বীমার ক্ষেত্রে দায়বীমা হিসেবে অভিহিত করা হয়।

নৌ-বীমার আওতা
Scope of Marine Insurance

শুধু নৌ-পথে সম্পদ-সম্পত্তি সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে যে বীমা করা হয়, তাকে নৌ-বীমা বলা হয় না; অভ্যন্তরীণ নৌ-পথ এমনকি, স্থলপথও নৌবীমার আওতায় আসতে পরে। সমুদ্র পথে পরিবহনের জন্য জাহাজে পণ্য বোঝাই করার উদ্দেশ্যে আভ্যন্তরীণ নৌ-পথে তা বহন করার প্রয়োজন হতে পারে; পথে যে কোনস্থানে কোন কারণে পণ্যসামগ্রী কোথাও কোন গুদামে সাময়িকভাবে মজুত করতে হতে পারে। সুতরাং, উক্ত পথে ও স্থানে পণ্য রাখা ও বহন করার ঝুঁকিও সামুদ্রিক বীমার আওতায় অন্তভুক্ত হবে। সুতরাং সমুদ্রপথে পরিবহনের উদ্দেশ্যে গোদাম থেকে মূল গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত সকল বীমাই নৌ-বীমার আওতাভুক্ত হবে।

পাঠ সংক্ষেপ: ১১.১

নৌ-বীমা একটি চুক্তি যেখানে বীমাকারী বীমাগ্রহীতাকে নৌ-পথে ক্ষতির বিপরীতে নির্ধারিত পন্থায় ও নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের দায় গ্রহণ করে। বাণিজ্য তরী অর্থাৎ জাহাজের উপকরণাদির সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে যে বীমা করা হয়, তাকে জাহাজ বীমা বলে। বাণিজ্যিক জাহাজে পরিবহনকৃত পণ্যসমগ্রী সংক্রান্ত ক্ষতির অনিশ্চয়তার বিপরীতে যে বীমা করা হয় তাকে পণ্য বীমা বলে। সামুদ্রিক বিপদে জাহজের পণ্যসামগ্রীর ক্ষতি হলে বা সমুদ্রে পণ্য ফেলে দিলে তার মাসুল পাওয়া যায় না। এই মাসুলের ক্ষতির বিপরীতে যে বীমা করা হয় তাকে মাসুল বীমা বলা হয়। সমুদ্রপথে পরিবহনের উদ্দেশ্যে গোদাম থেকে মূল গন্তব্যে পৌঁছানো পর্যন্ত সকল বীমাই নৌ-বীমার আওতাভুক্ত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. নৌ-বীমা এক ধরনের _____ ।
   ক) সম্পত্তি বীমা খ) জীবন বীমা
   গ) ঝুঁকি বীমা ঘ) কোনটি নয়

২. বীমা কোন সালে প্রবর্তিত হয়েছে?
   ক) ১৯০৩ খ) ১৯০৪
   গ) ১৯০৫ ঘ) ১৯০৬

৩. জাহাজ বীমা কিসের উপর করা হয়?
   ক) জাহাজ খ) জাহাজের পণ্য
   গ) জাহাজের উপকরণ ঘ) জাহাজ ও এর উপকরণ

৪. মাসুল বীমা কিসের উপর করা হয়?
   ক) পণ্যের মাসুল খ) জাহাজের মাসুল
   গ) জাহাজের কাপ্তান ঘ) কোনটি নয়

৫. জাহাজে পণ্য বহনের জন্য স্থল পথে পণ্য পরিবহন কোন বীমার আওতাভুক্ত হবে?
   ক) নৌ-বীমা খ) অগ্নিবীমা
   গ) পরিবহণ বীমা ঘ) সম্পত্তি বীমা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

৬. নৌ-বীমার সংজ্ঞা বর্ণনা করুন?
৭. বৃটিশ আইনে নৌ-বীমার যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তা বর্ণনা করুন।
৮. ভারতীয় বীমা আইনে নৌ-বীমার সংজ্ঞাটি লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

৯. বিভিন্ন ধরনের নৌ-বীমার বিবরণ দিন।
১০. নৌ-বীমার আওতা বর্ণনা করুন।

পাঠ- ২ বীমা চুক্তির শর্তাবলী এবং বিভিন্ন প্রকার বীমাপত্র
The requistites of a Marine Insurance Contract and Various Policies

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ নৌ-বীমার অত্যাবশ্যকীয় শর্তাবলীসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন;
- ☞ বিভিন্ন প্রকার নৌ-বীমাপত্রের বিবরণ দিতে পারবেন।

বীমাকারী ও বীমাগ্রহীতার মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের জন্যে প্রতিশ্রুতি এবং পক্ষগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য কোন কার্য করা বা করা থেকে বিরবত থাকার প্রয়োজনীয় শর্তাবলীকে Warranties বা প্রচলিত শর্তাবলী (Conditions) বলে। বলা হয় যে, Warranty is not merely a condition but a statement of fact এবার আসুন, আমরা এ প্রয়োজনীয় শর্তাবলী জেনে নেই।

ব্যক্ত প্রকাশিত শর্তাবলী

Expressed Warranties.

নৌ-বীমা চুক্তিতে যেসব বিষয় লিখিত থাকে, তাকে ব্যক্ত শর্ত (Expressed warranties) বলে। নিচে শর্তগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ হলোঃ

১। যাত্রার নিরাপদ সময়: জাহাজের সমুদ্র যাত্রার উপযুক্ত ও নিরাপদ সময় চুক্তিতে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

২। যাত্রার সুনির্দিষ্ট তারিখ: জাহাজে পণ্যসামগ্রী নিয়ে নির্দিষ্ট স্থান থেকে কোন তারিখে কোন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে তা চুক্তিপত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখিত থাকতে হবে।

৩। নিরাপত্তা রক্ষী সাথে রাখা: জাহাজের চলার পথে কোন যুদ্ধাবস্থা থাকলে জাহাজটি কোন কারণে বা ভুলবশতঃ আক্রমণের স্বীকার হলে তা মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা রক্ষী দল রাখার শর্ত চুক্তিতে থাকতে হবে।

৪। সম্পদের নিরপেক্ষতা ঘোষণা: জাহাজে পরিবহনকৃত পণ্য যে নিরপেক্ষ, সে সম্পর্কে বীমাকারী কর্তৃক প্রদত্ত একটি ঘোষণা চুক্তিপত্রে থাকতে হবে।

অব্যক্ত শর্তাবলী (implied condifions)

১। জাহাজের সমুদ্রে চলাচলযোগ্যতা (Seaworthiness of the ship): একই জাহাজ সব সমুদ্র পথের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে আবার, সব জাহাজই কোন একটি পথের জন্যে উপযুক্ত নাও হতে পারে। জাহাজের এই যোগ্যতা নির্ভর করে জাহাজের নাবিক ও কর্মচারীদের উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকবল এবং জাহাজের গঠন, আকার, প্রয়োজনীয় কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, উপকরণ, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদির উপর। সুতরাং জাহাজের উপযুক্ততা বা Fitness পরীক্ষার বিষয় চুক্তিতে ব্যক্ত করতে হবে।।

২। যাত্রার বৈধতা (Legality of venture): সমুদ্র পথে যে জাহাজটি যাত্রা করবে তার যাত্রা বৈধ হতে হবে। এ শর্তের হেরফের হলে চুক্তি রদ হয়ে যায়। শত্রæ দেশের সাথে অনুমোদিত ব্যবসায় পরিচালনায় উদ্দেশ্যে কোন নো-বীমা চুক্তি বৈধ হবে না।

৩। অন্যান্য উহ্য শর্তাবলী: উপরের দুটি ছাড়াও নিচের কয়েকটি অব্যক্ত শর্ত রয়েছে যথা ঃ

ক) যাত্রার পরিবর্তন না করা (No change in voyage): ইচ্ছাকৃত বা কারণ ছাড়া জাহাজ পৌঁছানোর জন্যে নির্ধারিত বন্দর পরিবর্তন করা যাবে না।

খ) যাত্রায় বিলম্ব না করা (No delay in voyage): যাত্রা করতে অযৌক্তিক বা অহেতুক কোন বিলম্ব করা যাবে না। অহেতুক বিলম্ব হলে বীমাকারীর কোন ক্ষতির দায় বহনে অস্বীকার করতে পারে এবং সে দায় জাহাজ কর্তৃপক্ষকে বহন করতে হবে। এমনও হতে পারে বীমা কোম্পানীকেও বহন করতে হতে পারে।

গ) কোন বিচ্যুতি নয় (No deviation): অহেতুক ও ইচ্ছাকৃত কোন বিচ্যুতি করা বা সাধারন পথ পরিহার করা ইত্যাদি করা যাবে।

নিচে বিভিন্ন প্রকার নৌ-বীমাপত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলোঃ

১। সমুদ্র-যাত্রা বীমাপত্র (Voyage-Policy): বীমাপত্রে এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে বা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নির্দিষ্ট যাত্রাপথের উল্লেখ থাকে। যার মধ্যে সাধারণভাবে ঝুঁকিসমূহ গ্রহণ করা হয়। ধরুন, চট্রগ্রাম বন্দর থেকে পণ্য নিয়ে কোন জাহাজ পেনাং গিয়ে ছোঁছুবে এ মর্মে যাত্রা পথের ঝুঁকির জন্যে নৌ-বীমা গ্রহণ করা হলে সেটি সমুদ্র যাত্রা বীমার অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি কোন যাত্রাপথে জাহাজে পণ্যের ক্ষতি হয়, তাহলে বীমাগ্রহীতার ক্ষতিগ্রস্ত পণ্যের ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে। সাধারণত জাহাজে পরিবহনকৃত পণ্যের জন্যে এ ধরনের বীমা উপযোগী।

২। সময় বীমাপত্র (Time policy): এ ধরনের বীমাপত্র একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্যে করা হয়। যেমন, জানুয়ারী ২০০০ সালের সকাল ৮টা থেকে ১লা জানুয়ারী ২০০৮ সালের সকাল ৮টা পর্যন্ত বীমাপত্র তৈরী করা হল। এ সময় সাধারণতঃ ৬ মাস থেকে এক বছর পর্যন্ত মেয়াদের হয়ে থাকে। ঐ সময়ের মধ্যে জাহাজে পণ্যের ক্ষতি হলে পণ্যের ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে। চুক্তি অনুযায়ী সময় পার হলে তখন পণ্য ক্ষতি হলে বীমা কোম্পানী ক্ষতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন না। এ বীমাপত্র জাহাজ বীমার জন্য খুব উপযুক্ত।

৩। মিশ্র বীমাপত্র (Mixed Policy): মিশ্র বীমাপত্রের বিষয়বস্তুতে একটি নির্দিষ্ট সমুদ্র পথের এবং একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয়। এ ধরনের বীমাপত্র যাত্রা বীমাপত্র (Voyage policy) ও সময় বীমাপত্র (Time policy) এর অসুবিধাসমূহ দূর করে উভয় বীমাপত্রের সুবিধাদি লাভের জন্যেই গ্রহণ করা হয়। আসলে এ বীমাপত্র যাত্রা বীমাপত্র ও সময় বীমাপত্রের সংমিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ বীমা পত্রে নির্দিষ্ট যাত্রাপত্রের এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি বীমাগ্রহীতার জাহাজ অথবা পণ্যের ক্ষতি হয়, তাহলে তিনি বীমাকৃত সম্পদের ক্ষতিপূরণপায়। যেমন, চট্রগ্রাম বন্দর হুগলি বন্দরে কোন জাহাজ যদি ২০০৮ সালের এপ্রিল মাসে যাত্রা করে একই সালের নভেম্বর মাসে গিয়ে পৌঁছে তখন তা মিশ্রবীমা পত্রের আওতাভুক্ত হবে।

৪। মূল্যায়িত বীমাপত্র (Valued Policy): মূল্যায়িত বীমাপত্রের বর্তমানে সবচেয়ে প্রচলিত। নৌ-বীমাপত্রে বিষয়বস্তুর মূল্য আগেই নির্ধারণ করা হয়। বিষয়বস্তুর মূল্য বীমাকারী ও বীমাগ্রহীতার মধ্যে বীমাগ্রহণ সময় সাব্যস্ত হয় এবং বীমাপত্রে তা লিপিবদ্ধ হয়।

৫। অ-মূল্যায়িত বীমাপত্র (Unvalued Polocy): অ-মূল্যায়িত বীমাপত্রে বীমার বিষয়বস্তুর মূল্য উল্লেখ থাকে না। বীমাকৃত মূল্য= পণ্যদ্রব্যাদির মূল্য + ভাড়া+ জাহাজ মাসুল ও বীমা খরচ। পূর্ব নির্ধারিত মুনাফা যোগ করা হয় না।

৬। ভাসমান বীমাপত্র (Floating Policy): ধরুন, একটি জাহাজ কোম্পানীর একধিক জাহাজ রয়েছে এবং যেগুলো সর্বদাই বিভিন্ন পথে পণ্য-দ্রব্য নিয়ে চলাচল করে সেসব জাহাজ কোম্পানী সাধারণতঃ একবারে একটি মোটা অঙ্কের (Large amount) নৌ-বীমাপত্র গ্রহণ করে। পরে বিভিন্ন পথে চলাচলকারী জাহাজগুলোর বিপদের ঝুঁকি বুঝে উল্লেখিত টাকার অঙ্ক নির্দিষ্ট করা হয় এবং তা বীমা কোম্পানীকে অবহিত করা হয়।

৭। স্বার্থ বীমাপত্র (Interest Policy): এ বীমাপত্রে চুক্তির বিষয়বস্তুতে বীমাগ্রহীতার বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকলে, তাকে স্বার্থ বীমাপত্র বলা হয়। বীমাযোগ্য স্বার্থের বীমাচুক্তির অত্যাবশ্যকীয় উপাদান তথাপি নৌ-বীমার শর্তানুযায়ী বিষয়বস্তুতে বীমাযোগ্য যথাযথ উপায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়।

৮। যৌগিক ঝুঁকির বীমাপত্র (Composite Policy): বড় অঙ্কের বীমাপত্রের ক্ষেত্রে অনেক সময় একাধিক বীমা কোম্পানী একত্রিত হয়ে নৌ-বীমার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ধরুন, তিনটি বীমা কোম্পানী ৫ কোটি টাকার বীমা একত্রে গ্রহণ করলে এবং তাদের নিজেদের আর্থিক অবস্থানুসারে যার যার দায়িত্ব ও ভাগ করে নিল। এ প্রকার বীমাপত্রকে যৌগিক ঝুঁকির বীমাপত্র বলা হয়।

৯। বাজী বীমাপত্র (Wagering policy): এ ধরনের বীমাপত্রে বিষয়বস্তুর উপর বীমাগ্রহীতার কোন বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকে না। এক্ষেত্রে বীমা কোম্পানী বীমাযোগ্য স্বার্থ ছাড়াই বিষয়বস্তুর ক্ষতিপূরণ করে। বীমাযোগ্য স্বার্থ এ ধরনের বীমাপত্রে তা থাকে না বিধায় একে জুয়া খেলা ন্যায় গণ্য করা হয়। আইনের চোখে এ ধরনের বীমাপত্র বলবৎযোগ্য নয়।

১০। যুগ্ম-বীমা (Double Insurance): যুগ্ম বীমার ক্ষেত্রে একই বীমাগ্রহীতা একই বিষয়বস্তুর জন্যে দুটি নৌ-বীমা কোম্পানীর কাছ থেকে নৌ-বীমাপত্র গ্রহণ করে। যদি কোন কারণে বীমাগ্রহীতার পণ্য ক্ষগিগ্রস্ত হয় তাহলে বীমাগ্রহীতা উভয় বীমাকারী সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করল সে কোম্পানী আনুপাতিক হারে অপর কোম্পানী থেকে ক্ষতিপুরণ আদায় করে নিতে পারে। এ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী বীমাগ্রহীতা দুটি কোম্পানী থেকেই ক্ষতিপুরণের পুরো টাকা আলাদাভাবে আদায় করতে পারে না।

১১। মুদ্রা বীমাপত্র (Currency Policy): স্বর্ণ খনি এলাকায় এর প্রচলন বেশী। স্বর্ণ যখন খনির গভীর তলদেশ থেকে উত্তোলন করে ভূ-পৃষ্ঠের নিয়ে আসা হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন বিপদ দেখা দিতে পারে এবং এ সমস্ত বিপদে বা ঝুঁকির জন্যে যে বীমাপত্র ক্রয় করা হয় তাতে ব্লক বীমাপত্র বলে। এ বীমাপত্রের খনির গভীর তলদেশ থেকে উত্তোলিত খনিজ পদার্থ বিক্রীর গন্তব্যস্থল পর্যন্ত পৌঁছানোর ঝুঁকিসমূহ অন্তভুক্ত ।

১৩। ছাউনী বীমাপত্র (Blanket Policy): এ ধরনের বীমাপত্র কোন সুনির্দিষ্ট সময় ও এলাকার মধ্যে ক্ষয়-ক্ষতির ক্ষতিপূরণের জন্য গ্রহণ করা হয়। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের জন্য বীমা করা হয় এবং বীমাপত্র গ্রহণের সময় পূরো প্রিমিয়াম দায়গ্রাহককে পূরণ করতে হয় এবং পরে প্রকৃতঝুঁকি Actual Risk মোতাবেক সমন্বয় Adjustment করা হয়। বীমাকৃত মূল্য প্রেরিত পণ্যের মুল্য অপেক্ষা কম-বেশী হতে পারে, পরে প্রিমিয়াম সমন্বয় Adjustment করা হয়।

পাঠ সংক্ষেপ: ১১.২

নৌ-বীমা চুক্তিতে যেসব বিষয় লিখিত থাকে, তাকে ব্যক্ত শর্ত (Expressed warranties) বলে। জাহাজে পরিবহনকৃত পণ্য যে নিরপেক্ষ, সে সম্পর্কে বীমাকারী কর্তৃক প্রদত্ত একটি ঘোষণা চুক্তিপত্রে থাকতে হবে। চট্রগ্রাম বন্দর হুগলি বন্দরে কোন জাহাজ যদি ২০০৮ সালের এপ্রিল মাসে যাত্রা করে একই সালের নভেম্বর মাসে গিয়ে পৌঁছে তখন তা মিশ্রবীমা পত্রের আওতাভুক্ত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন ($\surd$) দিন।

১. বীমা চুক্তিতে লিখিত শর্তাবলীকে কী ধরনের শর্তবলী হয়?
   ক) ব্যক্ত খ) অব্যক্ত
   গ) সাধারণ ঘ) কোনটি নয়
২. কোনটি নৌ-বীমার অত্যাবশ্যকীয় শর্ত নয়?
   ক) যাত্রার নিরাপদ সময় খ) যাত্রার সুনির্দিষ্ট তারিখ
   গ) নিরাপত্তা বহর সাথে রাখা ঘ) জলদশ্যুর উৎপাত
৩. কোনটি নৌবীমার অব্যক্ত শর্ত।
   ক) পণ্যের নিরপেক্ষতা ঘোষণা খ) যাত্রার সুনির্দিষ্ট তারিখ
   গ) যাত্রার নিরাপদ সময় ঘ) জাহাজের সমুদ্রে চলাচলাযোগ্যতা
৪. এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরের যাত্রার উপর নৌ-বীমা হলে তাকে কী বলে?
   ক) সমুদ্র যাত্রা বীমাপত্র খ) সময় বীমা পত্র
   গ) মিশ্র বীমাপত্র ঘ) মূল্যায়িত বীমাপত্র
৫. যে বীমাপত্রে বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকে না তাকে কী ধরনের বীমাপত্র বলে?
   ক) বাজী বীমাপত্র খ) স্বার্থ বীমাপত্র
   গ) ভাসমান বীমাপত্র ঘ) মূল্যায়িত বীমাপত্র

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

৬. নৌ-বীমার ব্যক্ত শর্তাবলী বর্ণনা করুন।
৭. নৌ-বীমার অব্যক্ত শর্তাবলী বর্ণনা করুন?
৮. মিশ্র বীমাপত্র চলতে কী বোঝায়?
৯. স্বার্থ বীমাপত্রের বিবরণ দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১০. নৌ-বীমার শর্তাবলী বিস্তারিত বিবরণ দিন।
১১. বিভিন্ন ধরনের বীমাপত্রের বর্ণনা করুন।

পাঠ- ৩ বিভিন্ন প্রকার বিপদ এবং ক্ষতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ সমুদ্র পথের নানাবিধ বিপদসমূহের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ☞ নৌবীমার ক্ষতিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

সমুদ্রপথে যেসব বিপদ সংঘটিত হয়ে থাকে সেগুলিকে প্রধানত ঃ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা প্রাকৃতিক ও নৈতিক বিপদ। নিচে উভয় প্রকার সামুদ্রিক বিপদ সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হলোঃ

১। প্রাকৃতিক বিপদ (Natural Perils): সমুদ্র পথে নৈসর্গিক কারণে সংঘটিত দুর্ঘটনাসমূহকে প্রাকৃতিক বিপদ বলে। যেমন সামুদ্রিক ঘূর্ণীঝড়, সমুদ্রের নিচে অবস্থিত পাহাড় ও ভাসমান বরফে ধাক্কা লাগা ইত্যাদি। এসব দুর্ঘটনার উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং এগুলো সম্পুর্ণ আকস্মিক ও পূর্বানোমান করা যায় না। টাইটানিক জাহাজের দুর্ঘটনার কথা জানেন নিশ্চয়ই।

২। নৈতিক বিপদসমূহ (Moral hazards): সমুদ্র পথে মানুষ সৃষ্টি করে। এ কারণে এটিকে নৈতিক বিপদ বা ঝুঁকিও বলা হয়। নিচে এ ধরনের বিপদ সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো।

ক) জলদস্যু (Pirates): সমুদ্র পথে চলাকালীন জাহাজে জলদুস্য আক্রমণ করে মালামাল নিয়ে নিতে পারে। জলদস্যুরা জলপথেই তাদের দস্যুতা চলায়। যাত্রীকর্তৃক যদি জাহাজ ছিনতাইকৃত বা লুণ্ঠিত হয় তাও জলদস্যুতা হিসেবে গণ্য হয়। আজকাল জলদুশ্যতা নেই বললেই চলে।

খ) ডাকাত, চোর ইত্যাদি (Rovers, thieves etc): চোর বা ডাকাত জাহাজের মালামাল ছিনিয়ে নিলে ও ক্ষতি করলে তা সামুদ্রিক বিপদ হিসেবে পরিগণিত।

গ) শত্রু (Enimies): শত্রু পক্ষের জাহাজ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে জাহাজ ও জাহাজের শত্রু-সদস্য এবং পণ্যের ক্ষতি হয় বিধায় এটিও একটি সামুদ্রিক বিপদ।

ঘ) যুদ্ধ জাহাজ (Man of war): যুদ্ধজাহাজ জলপথে দেশের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করে । পণ্যবাহী জাহাজ যুদ্ধজাহাজের সাথে কোন কারণে সংঘর্ষ হলে দুর্ঘটনা বা বিপদ ঘটে যায়। তাই এটিও পণ্যবাহী জাহাজের জন্য একটি সমুদ্র বিপদ।

ঙ) বলপুবক ও সহসা ধরে ফেলে আটক করা (Capture and Seizure): একটি দেশের জল-সীমায় চলতে গিয়ে যদি প্রতিপক্ষীয় যুদ্ধ সরঞ্জামাদি বহনকারী জাহাজ সন্দেহে বলপূর্বক ও সহসা আটক করে তাহলে তা একটি অন্যতম সমুদ্র বিপদ বলে গণ্য হবে।

চ) শত্রুদেশের সরকার, জনগণ কর্তৃক প্রতিবন্ধকতা আরোপ ও বিলম্বিতকরণ (Restraints and detainments by the govt. and people of enemy country): শত্রু দেশের সরকার যদি পূর্ব নির্দ্ধারিত সমুদ্র বন্দর ব্যবহার নোঙর করতে বা পণ্য খালাস ইত্যাদিতে বাধা দেয় অথবা জনগণ কর্তৃক জাহাজ আটক বা বিলম্বিত করে তাহলে তাকে সমুদ্র বিপদ হিসেবে পরিগণিত করা হবে।

ছ) মাষ্টার ও নৌ-কর্মচারীদের প্রতারণা (Barratry): জাহাজের মাষ্টার ও কর্মচারীগণ ইচ্ছাকৃতকভাবে কোন ভুল কাজ অথবা জাহাজ বা জাহাজ মালিকের প্রতি ক্ষতিকারক কোন কাজ করে তাহলে সেটি সমুদ্র বিপদ হিসেবে গণ্য হবে। প্রতারণামূলক কাজ অবশ্যই বীমা কোম্পানীকে অবহিত করা হয়।

ঠ) অন্যান্য বিপদসমূহ (Other Perils): অতিরিক্ত লবনাক্ত পানি, পোকায় কাটা, দূরের পথে পরিবাহিত গবাদি-পশুর খাদ্যভাবে মৃত্যুও সমুদ্র বিপদ বলে গণ্য হয়। এছাড়া, তেল, তাপ, ইত্যাদি কারণে ক্ষতি সাধিত হওয়াও সমুদ্র বিপদ বলে পরিগণিত হয়ে থাকে।

বীমা ক্ষতি (Insurance loss)

বীমাকৃত বিষয়বস্তু যদি সম্পূর্ণটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়; তাহলে তাকে সামগ্রিক ক্ষতি বলে। সম্পূর্ণ পণ্যসামগ্রী নিয়ে জাহাজটি ডুবে গেলে বা অগ্নিকান্ডের ফলে পুরোপুরি বিনষ্ট হলে তাকে সামগ্রিক ক্ষতি হিসেবে গণ্য করা হবে। এ ক্ষতি দুভাগে ভাগ করা যায় ক) প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি ও খ) উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি। নিচে এদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করা হলো।

ক) প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি (Actual Total Loss)ঃ বীমাকৃত বিষয়বস্তু যদি পুরোটাই এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে তা আর উদ্ধার করা সম্ভব নয়, তাহলে তাকে প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি বলে।

খ) উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি (Constructive Total Loss): বীমার সমগ্র বিষয়বস্তু যদি এমনভাবে বিনষ্ট হয় যে তা পাওয়ার যোগ্য তবে উদ্ধার খরচ যদি বিষয়বস্তুর মূল্যের সমান বা তার চেয়ে বেশী হয়। তাহলে তাকে উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি বলা হয়।

২। আংশিক ক্ষতি (Partial Loss): নৌ-বীমার ক্ষেত্রে বীমাকৃত বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাহলে তাকে আংশিক ক্ষতি বলে।

বিষয়বস্তুতে যদি সামগ্রিক ক্ষতি না হয় তাহলে তা অবশ্যই আংশিক ক্ষতি হিসেবে গণ্য হবে। আংশিক ক্ষতি দু প্রকার যথাঃ ক) বিশেষ আংশিক ক্ষতি ও খ) সাধারণ আংশিক ক্ষতি। এবার আসুন আমরা এ বিষয়ে বিস্ড়রিত আলোচনা করি।

ক) বিশেষ আংশিক ক্ষতি Paraticular Average Loss or Particular Average): যখন বীমাতে একাধিক বিষয়স্তু থাকে এবং তার বীমাকৃত মূল্য সমগ্র বিষয়বস্তু বিভিন্ন অংশ থাকে যা বিভাজ্য এবং তার বীমাকৃত মূল্যও বিভাজ্য তখন বিষয়বস্তু কোন একটির বা সমগ্র বিষয়বস্তুর কোন অংশের অংশ বিশেষ দুর্ঘটনাজনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে, তাকে বিশেষ আংশিক ক্ষতি বলে ।

পাঠ সংক্ষেপ: ১১.৩

সমুদ্র পথে নৈসর্গিক কারণে সংঘটিত দুর্ঘটনাসমূহকে প্রাকৃতিক বিপদ বলে। জাহাজের মাষ্টার ও কর্মচারীগণ ইচ্ছাকৃতকভাবে কোন ভুল কাজ অথবা জাহাজ বা জাহাজ মালিকের প্রতি ক্ষতিকারক কোন কাজ করে তাহলে সেটি সমুদ্র বিপদ হিসেবে গণ্য হবে। বীমাকৃত বিষয়বস্তু যদি সম্পূর্ণটাই ক্ষতিগ্রস্ড় হয়; তাহলে তাকে সামগ্রিক ক্ষতি বলে। নৌ-বীমার ক্ষেত্রে বীমাকৃত বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাহলে তাকে আংশিক ক্ষতি বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. কোনটি নৌ-বীমার জন্য প্রাকৃতিক বিপদ নয়?
   ক) ঝড় খ) বরফে ধাক্কা লাগা
   গ) পাহাড়ে ধাক্কা লাগা ঘ) টর্নেডো

২. কোনটি নৌ-বীমার জন্য নৈতিক বিপদ?
   ক) সামুদ্রিক ঝড় খ) কর্মচারী প্রতারতা
   গ) পোকায় কাটা ঘ) লবণাক্ততা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

৩. নৌ-বীমার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ক্ষতির বিবরণ দিন?
৪. নৌ-বীমার ক্ষেত্রে নৈতিক বিপদের বর্ণনা দিন?

৫. **টীকা লিখুন:**
   ক) আংশিক ক্ষতি খ) সামগ্রিক ক্ষতি গ) বিশেষ আংশিক ক্ষতি

পাঠ- ৪ নৌ-বীমার দাবী পরিশোধ
Payment of Claims in Marine Insurance

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ নৌ-বীমার দাবী পূরণের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ সামগ্রিক ক্ষতি আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

বীমা চুক্তিতে উলে- খিত বিপদ থেকে ক্ষতি হলেই বীমা কোম্পানী বীমাগ্রহীতাকে ক্ষতিপূরণ করে। উল্লেখ্য যে ক্ষতি হলেই তা সবক্ষেত্রে পূরণ করা হয় না, যদি উক্ত ক্ষতির কারণের বিপরীতে বীমাগ্রহণ করা না হয়। এবার আসুন আমরা নিচের বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি।

১। প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি উপস্থাপন (To submit documentary evidence): বীমাদাবী উপস্থাপনের সময় বীমাগ্রহীতাকে বীমাপত্রের সাথে প্রমাণস্বরূপ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হয়। ক্ষতি ও খরচ সমন্বয়ে বীমাদাবী কত হবে তা নির্ণয়ের জন্যে বীমার বিষয়বস্তুর মূল্য ও প্রকৃতি, শর্তাবলী এবং বীমাযোগ্যস্বার্থ ইত্যাদি বিষয় বীমাকারীকে বিবেচনা করতে হয়।

২। দাবীর বিজ্ঞপ্তি (Notice of Claim): বীমাগ্রহীতা বীমাদাবী উপস্থাপন করার জন্য বীমাকারীকে ক্ষতির ব্যাপারে একটি নোটিশ প্রদান করে এবং পরে তা গ্রহণ করলেই বীমাকারী ক্ষতির দায় স্বীকার করে নিয়েছেন বলে মনে করা যাবে না। প্রতিনিধি কর্তৃক জরীপের প্রতিবেদন প্রণয়ন করা অপরিহার্য। বীমাদাবীর ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৩। বীমাদাবীর জন্যে প্রয়োজনীয় দলিলপত্র (Documents required for claim): বীমাদাবী করার সময় নিচে বর্ণিত দলিলপত্র পেশ করতে হয়:

১। বীমাপত্র (Policy of Certificate): বীমাদবী করতে বীমাপত্র বীমাকারীর দপ্তরে উপস্থাপন করতে হয়।

২। বহনপত্র (Bill of lading): বহনপত্রে জাহাজযোগে পরিবাহিত পণ্যসামগ্রীর বিবরণ লিপিবদ্ধ থকে। তাই, এ দলিলখানাও বীমাদাবীর সময় জমা দিতে হয়।

৩। চালান (Invoice): এ দলিলে জাহাজস্থিত পণ্যসামগ্রী বিক্রয় তথা রপ্তানির শর্তবলী ও নিয়মাবলী বর্ণিত থাকে পণ্যের পুরো হিসেব ও মূল্য নিরুপণের তথ্যাদিও এ দলিল থেকে পাওয়া যায়। তাই দাবীপূরণের সময় চালান একান্ত অপরিহার্য ও সহায়ক।

৪। প্রতিবাদপত্র (Copy of protest): জাহাজ দুর্ঘটনার কারণে সৃষ্ট ক্ষতিপূরণ দাবী করার সময় কাপ্তান কর্তৃক প্রদত্ত একটি প্রতিবাদপত্র জমা দিতে হবে। কেননা, জাহাজ ও পণ্যের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছু করা হয়েছিল এবং কোন অবহেলার কারণে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটেনি বলে উক্ত প্রতিবাদ পত্রে একটি declaration থাকে।

৫। বিক্রয় হিসেবে (Accounts Sales): এ দলিলটিতে বিক্রয় সংক্রান্ত তথ্য থাকে। এর মাধ্যমে মোট পণ্য মূল্য এবং বিক্রয়কৃত পণ্যমূল্যের মধ্যে পার্থক্যটুকু নিরূপণ করা যায়।

৬। স্থলাভিষিক্ততার পত্র (Letter of Subrogation: বীমাকারী সম্পূর্ণ ক্ষতি মিটানোর পরে উদ্ধারকৃত পণ্যসামগ্রীর মালিকানা যে বীমাগ্রহীতা থেকে বীমাকারীর কাছে চলে আসে তার প্রমাণপত্র হল Subrogation। এ দলিলটি খুবই অপরিহার্য ও সহায়ক হয়।

ক্ষতির নিকটতম কারণ নীতি
Doctrine of Cause Proxima or Proximate Cause

নৌ-বীমার ক্ষেত্রে বীমাকৃত বিপদ ঘটলে বীমাকারী ক্ষতিপূরণ হিসেবে বীমাদাবী পরিশোধ করে। কিন্তু পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি কারণ দুর্ঘটানা ঘটানোর জন্য দায়ী হয়। এজন্য অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় এবং দুর্ঘটনার জন্য নিকতম কারণ কোনটি

এবং তা বীমাকৃত কিনা। বীমাকৃত কারণে বিপদ সংঘটিত হলে বীমাকারী দায়গ্রহণে বাধ্য; অন্যথায় নয়। এ কারণেই ক্ষতির নিকটতম কারণ মতবাটির প্রবর্তন হয়েছে।

নিকটতম কারণ প্রসঙ্গে সামুদ্রিক ক্ষতি সংক্রান্ত আইনের ৫৫ ধারায় বলা হয়েছে যে বীমাকারী তখনই ক্ষতির জন্য দায়ী যখন সামুদ্রিক বিপদ হওয়ার মত সম্ভাব্য কারণে বীমাকৃত পণ্যের ক্ষতিপূরণ দানের জন্যে দায়ী থাকবেন না।

"According to marine Insurance Act Subject to the provisions of the act and unless the policy otherwise provides the in surer is liable for any loss proximately caused by a peril insured against, but subject to as aforesaid he is not liable for any loss which is not proximately cussed by a peril insured against".

পাঠ সংক্ষেপ: ১১.৪

বীমাদাবী উপস্থাপনের সময় বীমাগ্রহীতাকে বীমাপত্রের সাথে প্রমাণস্বরূপ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হয়। জাহাজ দুর্ঘটনার কারণে সৃষ্ট ক্ষতিপূরণ দাবী করার সময় কাপ্তান কর্তৃক প্রদত্ত একটি প্রতিবাদপত্র জমা দিতে হবে। নিকটতম কারণ প্রসঙ্গে সামুদ্রিক ক্ষতি সংক্রান্ত আইনের ৫৫ ধারায় বলা হয়েছে যে বীমাকারী তখনই ক্ষতির জন্য দায়ী যখন সামুদ্রিক বিপদ হওয়ার মত সম্ভাব্য কারণে বীমাকৃত পণ্যের ক্ষতিপূরণ দানের জন্যে দায়ী থাকবেন না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১. বীমা দাবী উপস্থাপনের জন্য কোনটি অপরিহার্য?

ক) Adjuster -এর নিয়োগপত্র
খ) বীমাকারী ও গ্রহীতার পারস্পরিক সম্পর্ক
গ) বিবরণীপত্র (Prospectus)
ঘ) দাবীর নোটিশ

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১১.১

১. ক ২. ঘ ৩. ঘ ৪. খ ৫. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১১.২

১. খ ২. খ ৩. ঘ ৪. ক ৫. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১১.৩

১. ঘ ২. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ১১.৪

১. ঘ

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

২. বীমাদাবী করার জন্য প্রয়োজনীয় দলিলাদির নাম লিখুন।
৩. ক্ষতির নিকটতম কারণ বলতে কী বোঝেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

৪. বীমাদাবী পরিশোধের নিয়মাবলীর বিবরণ দিন?